সৌদির নির্মাণকাজের তাণ্ডবের শিকার মক্কানগরী

মুস্তাফা হামিদ

সৌদী আরবে রাজতন্ত্রের একক আধিপত্য বিশ্বের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্য আশির্বাদ। অস্ত্র বিক্রি, মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর দখল ও নিয়ন্ত্রণ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল শক্তি নির্মূল ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সৌদী রাজতন্ত্র এই অঞ্চলের প্রধান শক্তি। এছাড়াও জবাবদিহিতাহীন শাসক গোষ্ঠী থাকায় বৃহৎ ব্যয়বহুল নির্মাণ প্রকল্প গছিয়ে দেওয়াও সহজ। এইসবের ফলাফল দাঁড়াচ্ছে সব ইতিহাস ঐতিহ্য ধ্বংস করে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের হুজুগ। অন্যদিকে রাজতন্ত্রের ঔদ্ধত্ব ও দায়িত্বহীনতায় একের পর এক ঘটছে দুর্ঘটনা ও হত্যাকাণ্ড। এই প্রবন্ধে মক্কা নগরীতে দায়িত্বহীন জাকজমক নির্মাণের সর্বশেষ চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ভারী বাতাস আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে একটি লাল-সাদা লাইভের ক্রেন (বিশ্বের সুউচ্চ ক্রেনের মধ্যে একটি) ইসলামের পবিত্রতম উপাসনালয় মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের ওপর ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১০৭ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন ২০০ জনেরও বেশি, যাঁদের বেশির ভাগই সন্ধ্যার নামাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিলেন। সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে নামাজিদের ওপর হঠাৎ ক্রেন ভেঙে পড়া, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁদের দৌড়াদৌড়ি, ধ্বংসস্তূপের মাঝে রক্তমাখা কার্পেট ও রক্তাক্ত মার্বেল পাথরের বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়।

গ্র্যান্ড মসজিদ আর ইসলামের কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ কাবাকে ঘিরে এরকম আরো বেশ কিছু বিশালাকৃতির ক্রেন দেখা যায়। এই পবিত্র শহরকে ঘিরে সৌদি সরকার যে আগ্রাসী নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, এগুলো তারই একটা অংশ। গত দুই দশকে বার্ষিক হজের সময় দলে দলে আসা হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। ২০০৭ সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ লাখ, কিন্তু ২০১১-তে এসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ লাখে। এই সময় থেকেই পুরো রাজ্যে ভারী যন্ত্রপাতি আনা শুরু হলো, বিলাসবহুল নতুন হোটেল, রাস্তা তৈরি হতে লাগল এবং মসজিদ কমপ্লেক্সগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটল। তবে হজ্ব শুরু হওয়ার সময়কার এই দুর্ঘটনা সৌদি আরবকে অনেকগুলো প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে–এত ব্যাপকসংখ্যক হজ্বযাত্রী সামলাতে আসলে কতটুকু প্রস্তুত ছিল সৌদি আরব? সেই সাথে এই সুবিশাল পরিকল্পনার পেছনে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যের সততা এবং তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে বস্তুগত, সাংস্কৃতিক, এমনকি সর্বশেষ ঘটে যাওয়া যে চরম মানবিক মূল্য দিতে হলো, তার যথার্থতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এখনো পুরো গ্র্যান্ড মসজিদ জুড়ে মোটামুটি ১০০টি ক্রেন রয়েছে, যেগুলো এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এত বড় বিপর্যয়ের পরও ক্রেনগুলো একই জায়গায় রাখা হয়েছে স্থানটিতে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে আসা ২৫ লক্ষ মানুষের ভিড় হবে জানা থাকা সত্ত্বেও। এই পবিত্র স্থানে এর আগেও নানা ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হতে হয়েছে হজ্বযাত্রীদের। বিভিন্ন সময়ে স্ট্যাম্পিড অর্থাৎ আকস্মিক আতঙ্কে, হুড়োহুড়িতে শত শত হজ্বযাত্রী মারা গেছেন। এরকম কিছু ঘটনার জের ধরেই সাম্প্রতিক সময়ে মক্কার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এই কাজের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, অন্তত ২৬ বিলিয়ন ডলারের এই সম্প্রসারণ প্রকল্প নিয়ে অনেক দিন ধরে বিতর্ক চলছে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এ নিয়ে ভীষণ ক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়েছে।

গ্র্যান্ড মসজিদে আরো অতিরিক্ত ১৬ লাখ হজ্বযাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্পটি মক্কাকে ঘিরে হাতে নেওয়া বিশাল পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র। আব্রাজ আল-বায়েত এরকম একটি বিলাসবহুল টাওয়ার প্রকল্প, যেখানে থাকবে শপিং মল, হেলিপ্যাড, বিলাসবহুল নিবাস আর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঘড়িমুখ (ক্লক ফেইস) সম্বলিত হোটেল চত্বর। এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ ভবন, ১৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ে নির্মিত ফেয়ারমন্ট মক্কা ক্লক রয়্যাল টাওয়ার হোটেল, যার আকার লন্ডনের বিগ বেন টাওয়ারের ছয় গুণ। মক্কা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার পরবর্তী লক্ষ্য হলো ১০ হাজার কক্ষ সংবলিত নতুন একটি মেগা হোটেল। ২০১৭ সালে চালু হতে যাওয়া এই হোটেলটি হবে ওই সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হোটেল।

আব্রাজ আল-বায়েত এরকম একটি বিলাসবহুল টাওয়ার প্রকল্প, যেখানে থাকবে শপিং মল, হেলিপ্যাড, বিলাসবহুল নিবাস আর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঘড়িমুখ (ক্লক ফেইস) সম্বলিত হোটেল চত্বর। এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ ভবন, ১৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ে নির্মিত ফেয়ারমন্ট মক্কা ক্লক রয়্যাল টাওয়ার হোটেল, যার আকার লন্ডনের বিগ বেন টাওয়ারের ছয় গুণ।

এভাবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হলেও মক্কার অপরিহার্য সেবাগুলো বিপজ্জনকভাবে অপর্যাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। গ্র্যান্ড মসজিদের পাশেই যে আজেয়াদ ইমার্জেন্সি হাসপাতালটি রয়েছে, তার শয্যাসংখ্যা মাত্র ৫২। এর থেকে সামান্য বড় হচ্ছে আল-নূর হাসপাতাল, যার অবস্থান আজেয়াদ হাসপাতাল থেকে আরো চার মাইল দূরে। একটি ভালো ব্লাড ব্যাংক পর্যন্ত নেই। ইসলামিক হেরিটেজ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের জনাব আলাবির বক্তব্য অনুসারে, মক্কার একটি নির্মাণাধীন প্রকল্পে সম্প্রতি আগুন লাগার এক ঘটনার সময় মক্কার অগ্নি

নির্বাপণ বিভাগকে আগুন নেভানোর জন্য মক্কা থেকে এক ঘণ্টা দূরের শহর তায়েফ থেকে ফোনে ডেকে আনতে হয়, কারণ তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি কাজ করছিল না। আর হজ্ব উপলক্ষে আসা আরো ২৫ লক্ষ মানুষের কথা বিবেচনা করলে মৌলিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগুলো সাংঘাতিকভাবে অপর্যাপ্ত।

বহু বিলিয়ন ডলারের মাসুল ছাড়াও মক্কার এই নির্মাণ প্রকল্পের বাড়তি আরেকটা খেসারত হলো শহরটির নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর আঘাত। এই উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে শহরজুড়ে কয়েক ডজন ঐতিহাসিক ও পবিত্র স্থাপনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, যা মুসলিম বিশ্বের বহু সমালোচককেই ক্ষুব্ধ করেছে।

মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের দক্ষিণে ছিল মাউন্ট বুলবুল পাহাড়, যার ওপর অটোমান যুগে নির্মিত হয় পাথরে নির্মিত বিশাল আজাদ দুর্গ। ২০০২ সালে মক্কার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কারণে বুলবুল পাহাড় ও আজাদ দুর্গ দুটোকেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তুরস্কের সংস্কৃতিমন্ত্রী এই ঘটনাকে সে সময় 'সাংস্কৃতিক গণহত্যা' (কালচারাল ম্যাসাকার) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ওই স্থানে এখন দাঁড়িয়ে আছে 'দ্য মক্কা ক্লক রয়্যাল টাওয়ার'।

সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজন দেখিয়ে মসজিদ চত্বরের ভেতরে আব্বাসীয় যুগে তৈরি বহু প্রাচীন স্তম্ভ ভেঙে দেওয়া হয়। এই স্তম্ভের অনেকগুলোই ঐতিহ্যগতভাবে বৈশিষ্টপূর্ণ স্থানের চিহ্ন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হজ্ব রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সামি আগাবি দ্য গার্ডিয়ানকে ২০১২ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "*সৌদি সরকার পবিত্র উপাসনাস্থলের এই শহরটিকে একটি যন্ত্রে পরিণত করে ফেলছে। মনে হচ্ছে শহরটার যেন কোনো পরিচয় নেই, কোনো ঐতিহ্য নেই, কোনো সংস্কৃতি নেই, আর নেই কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ।*"

"সৌদি সরকার পবিত্র উপাসনাস্থলের এই শহরটিকে একটি যন্ত্রে পরিণত করে ফেলছে। মনে হচ্ছে শহরটার যেন কোনো পরিচয় নেই, কোনো ঐতিহ্য নেই, কোনো সংস্কৃতি নেই, আর নেই কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ।"

নবী মুহাম্মদের জীবনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনাকে হয় ধ্বংস করা হয়েছে, অথবা এসবের ওপর নতুন করে নানা স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। নবীর সবচেয়ে কাছের সঙ্গী এবং ইসলামের প্রথম খলিফার বাড়ির ওপর নির্মিত হয়েছে হিলটন হোটেল এবং বার্গার কিং রেস্টুরেন্ট। নবীর স্ত্রী খাদিজার বাড়ির স্থানটিতে এখন ১৪০০ গণশৌচাগার রয়েছে।

সমালোচকরা মনে করেন, এই কর্মকাণ্ড আসলে সৌদি রাজতন্ত্র দ্বারা সমর্থিত ওয়াহাবিবাদের অতিরক্ষণশীল সালাফি মতাদর্শের বাস্তব ফলাফল। এই মতাদর্শ অনুসারে, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো পাপের প্রবেশদ্বারস্বরূপ, কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ওপর অমরত্ব বা দেবত্ব আরোপ করা পাপ। ওয়াহাবি সালাফিবাদ অনুসারে এর সমাধান একটাই– দ্রুত এগুলোর বিলোপ বা ধ্বংসসাধন। আলাবি এ বিষয়ে বলেন, "*ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো অক্ষুণ্ণ রেখে এগুলোকে ঘিরেই সম্প্রসারণ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যেত।*" তিনি মনে করেন, এই ঐতিহাসিক স্থাপনা ও চিহ্নগুলোকে যেন ইচ্ছা করেই ধ্বংস করা হয়েছে।

এ ধরনের ধ্বংসাত্মক আচরণ সৌদি আরবের বংশানুক্রমিক উৎস ঘাঁটলেই পাওয়া যায়: সৌদিরা যখন ১৯২০ সালে মক্কা আর মদিনার নিয়ন্ত্রণ পেল, তখনই তারা দ্রুত নবী মুহাম্মদের পরিবার আর তাঁর সঙ্গীদের বহুদিনের পুরনো জমকালো সমাধি ধ্বংস করে দিয়েছিল। প্রাচীন কীর্তি বা চিহ্ন ভঙ্গের এই তাড়না তালেবান কর্তৃক বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি কিংবা সর্বশেষ আইএসআইএস কর্তৃক পালমিরা ও আসিরীয় পুরাকীর্তি ধ্বংসের জঘন্য ঘটনাগুলোতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে তালেবান বা আইএসআইএসের ধ্বংসযজ্ঞের সাথে সৌদি ধ্বংসযজ্ঞের পার্থক্য হলো, সৌদিরা 'বিদেশি' কিংবা 'পৌত্তলিক' ধর্মকে আঘাত করছে না; আঘাত করছে ইসলাম ধর্মের ইতিহাস ও স্থাপনাগুলোকে। আদর্শ হিসেবে ওয়াহাবিবাদ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মুসলিমদের পবিত্র মক্কার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের আকাঙ্খাকে চরম অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। মক্কা টাওয়ারের উদ্ধত চূড়ায় থাকা বিশাল ঘড়িমুখ এবং তার ওপরে লেখা 'আল্লাহ' শব্দটি এই কথাই জানাতে চায় দেয় যে, তারা কেবল 'আল্লাহ' ও 'বর্তমান'– এই দুটো বিষয়েই বিশ্বাস করে।

হজ্বযাত্রীদের নিরাপত্তা আর আরামের সম্প্রসারণের কারণ দেখিয়েই ক্রেনগুলোকে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের চারপাশে বেশ কয়েক বছর ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। অথচ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মাসুল ছাড়াও মানুষকে জীবন দিয়ে তার খেসারত দিতে হলো। গ্র্যান্ড মসজিদের মার্বেল পাথরের মেঝে থেকে রক্তের দাগ মুছতে না মুছতেই হজ্ব শুরু হচ্ছে। সৌদি আরব মক্কার ইতিহাস-ঐতিহ্যের তোয়াক্কা না করে তার ধ্বংস আর নির্মাণের খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। আর হজের উদ্দেশ্যে আসতে থাকা হাজিরা ভাবছেন, এ বছরের হজের সামনের দিনগুলোতে আর না জানি কী আছে।

কালো কাপড়ে মোড়া ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম প্রার্থনাস্থল কাবা এখন ১৯৭২ ফুট উঁচু বিলাসবহুল টাওয়ারের ছায়ায় ঢাকা, যেন পাথুরে মরুর বুকে ছোট্ট একটি নুড়ি।

[**Mustafa Hameed**-এর 'The Destruction of Mecca–How Saudi Arabia's construction rampage is threatening Islam's holiest city' লেখাটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সর্বজনকথা'র জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন **আল-মামুন সানি**]

* এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মক্কার মিনায় পদদলিত হয়ে দুই সহস্রাধিকের বেশি হজ্বযাত্রী নিহত হন। আহত হন আরও অনেক বেশি। হজ্বে পদপিষ্ট হয়ে নিহত হাজীর সংখ্যা- ২১৩৯ জন, বাংলাদেশী নিহত হাজীর সংখ্যা- ১৩৭ জন (সূত্র: প্রথম আলো ২২ অক্টোবর, ২০১৫)
যদিও আশঙ্কা করা হচ্ছে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এই নির্মম ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। -অনুবাদক